তারিখ ... 03 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৬ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

সকল উপজেলায় আইসিটি রিসোর্স সেন্টার হবে

---------- প্রধানমন্ত্রী

■ বিশেষ প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তোলার অংশ হিসাবে দেশের সকল উপজেলায় আইসিটি রিসোর্স সেন্টার গড়ে তোলা হবে। গতকাল বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রী তার তেজগাঁওস্থ কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ১২৫টি উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

সকল উপজেলায় আইসিটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করে আরো বলেন, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথ্য-প্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই। তথ্য প্রযুক্তি সেবা সবার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারলে সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর হবে। একই সঙ্গে উন্নয়ন কাজ তরান্বিত করাও সহজ হবে। তিনি বলেন, বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি আসছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কোনোভাবেই পিছিয়ে থাকতে পারে না। প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকলে চলবে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা প্রমাণ করেছি, যখনই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে, দেশের মানুষের জন্য কাজ করেছে, দেশের উন্নয়ন করেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আজ বিশ্বে একটা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে আছে। আমাদের আর কারও কাছে হাত পেতে চলতে হবে না। আমরা বীরের জাতি, আমরা বিজয়ী হবো। আর এভাবেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার স্থাপন দেশের জন্য মাইল ফলক উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর হবে। এজন্য ১২৫টি ইউআইটিআরসিই'র আজ উদ্বোধন হলো। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো ১৬০টি সেন্টার নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের ৪৮৯টি উপজেলাতেই এই কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, গ্রামাঞ্চলের মানুষের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশে ৫ হাজার ২৭৫ ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সেখান থেকে ২শ' ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের ৮ হাজার পোস্ট অফিসকেও ডিজিটাল করার উদ্যোগ গ্রহণে মানুষের নানা সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি নির্ভর করে গড়ে তুলতে ডিজিটাল ক্লাস রুম করে দেয়া হচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারাদেশে ২৬ হাজার মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের অন্তত একটি করে হলেও আমরা মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম করে দেব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার ছেলে এবং ব্যক্তিগত কম্পিউটার শিক্ষক সরকারের তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের পরামর্শেই প্রযুক্তির উন্নয়নে বর্তমান সরকার নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিই, তখন লোকে ঠাট্টা করতো। কিন্তু এখন আর কেউ ঠাট্টা করতে পারে না। কারণ সরকার গঠনের সময়কার সমস্যাগুলো আমরা কাটিয়ে উঠেছি।' তিনি বলেন, 'সারাদেশে ১শ'টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে ১৪ হাজার ৩শ' মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

শেখ হাসিনা বলেন, ১২৫টি উপজেলায় ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার স্থাপনে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেনবেইসে ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এখন বিষয় ভিত্তিক মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট নির্মাণের কাজ চলছে। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সার্ভার রুম স্থাপনসহ উপজেলা থেকে নির্বাচিত শিক্ষকদের মাসব্যাপী তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও প্রশিক্ষণ দেয়া হবে বলেও প্রধানমন্ত্রী জানান।

ভবিষ্যতে উপগ্রহ স্থাপন করা হলে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশ আরো এগিয়ে যাবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্গম এলাকা যেখানে কেউ চিন্তা করতে পারেনি ইন্টারনেট সার্ভিস থাকতে পারে। সেখানেও ইন্টারনেট সেবাকে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইউআইটিআরসিই'র উদ্বোধন শেষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, রাজশাহীর পবায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন রিপাবলিক অব কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত অং সিউয়েন ডো, ইউআইটিআরসিই'র প্রকল্প পরিচালক এবং ব্যানবেইস'র পরিচালক ফসীউল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সুরাইয়া বেগমসহ মন্ত্রীপরিষদ সদস্য, সংসদ সদস্যবৃন্দ, সরকারের বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যবৃন্দ, কূটনৈতিক মিশনের সদস্য, আন্তর্জাতিক সহযোগী সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।